

অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০১৮
**Obhibashon o Shonar Manush
Shommilon 2018**

25 January 2018
Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka



নিরাপদ অভিবাসন চাই, দেশ গড়তে বিদেশ যাই
অভিবাসীর ঘামের টাকা, সচল রাখে দেশের চাকা



অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০১৮
**Obhibashon o Shonar Manush
Shommilon 2018**

25 January 2018

Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka



Refugee and Migratory Movements Research Unit

Acknowledgment

For more than two decades the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) has engaged in research, training, policy advocacy and grassroots mobilization to sensitise the government and the civil society on the need for legal and institutional reforms for establishing the rights of migrants. In pursuing this agenda RMMRU highlighted the contributions of migrants in the national development efforts. As part of the initiative of promoting good governance in the migration sector RMMRU is organising the *Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2018*. RMMRU expresses its sincere gratitude to the organisations and people who have helped make the event a success.

Fairer Labour Migration (FLM), IMPD2, DECCMA, WIF, MIS, Mapping and Scoping Study, ESRC are current ongoing projects of RMMRU. The initiative under which this Shommilon is organized is supported by the PROKAS Programme of the British Council supported by the DFID, UK. RMMRU extends its special thanks to the PROKAS programme. In the past in its project areas to uphold the interest of migrants and members of their families through grassroots mobilization of stakeholders RMMRU successfully established the Migrants Right Protection Committees. Partnerships with organisations such as RPDO, UDDIPAN, BASTOB, CCDA, SATU and AHRDT were crucial. Now RMMRU has undertaken the challenging task of setting up of Migration Mediation Committees at the grassroots in order to solve migration

related disputes. The aim of the MMC is to reach a win-win situation where both the parties get to be heard. RMMRU would like to thank the Issue Based Programme partners BCAS, CSRL, COAST, C3ER, ICCCAD, BOMSA, IID, WARBE and YPSA for their continuous support in collective approach to promote good governance in the migration sector.

The Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) and Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) have always extended their support in various efforts of RMMRU. The organisation is thankful to the Ministry, BMET and BAIRA for such support.

Pathway has designed and produced the publication materials with innovativeness. Society for Media and Suitable Human Communication Technique (SoMaSHTe) has taken responsibility of covering the Shommilon in the print and electronic media. Maker Communication has performed the task of decorating the programme venue and giving it a festive look. RMMRU acknowledges the support and thank the organisations for their work. Finally, the entire team of RMMRU deserves a special thank for working tirelessly to make the *Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2018* a success.

Dr. Tasneem Siddiqui
Professor, Political Science and
Founding Chair, RMMRU
University of Dhaka



মাননীয় মন্ত্রী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশ ও পরিবারের উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১ কোটিরও অধিক বাংলাদেশি অভিবাসন করেছেন। অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকেই মূলত আমাদের দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আমাদের প্রবাসী ভাই ও বোনেরা।

অভিবাসীদের সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। অভিবাসীর অধিকার সুরক্ষায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এছাড়া সরকার জনশক্তি, প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থান ব্যুরো (বিএমইটি) এর মাধ্যমে নারী অভিবাসীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বর্তমানে মোবাইল অ্যাপস চালু করেছে যা ব্যবহার করে এখন ভিসা যাচাই করা সম্ভব এবং এর ফলে সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হচ্ছে। বিদেশগামী কর্মীদের মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে বিস্তৃত করা হয়েছে।

তৃতীয়বারের মত আয়োজিত অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০১৮ অনুষ্ঠানে রামরু সরকারের কাছে আবেদন করেছে ২০২০-২০৩০ দশককে অভিবাসনের দশক হিসেবে ঘোষণা দানের জন্য। আমরা এই দাবী গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি।

(নুরুল ইসলাম, বিএসসি)

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেশন মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০১৮ পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

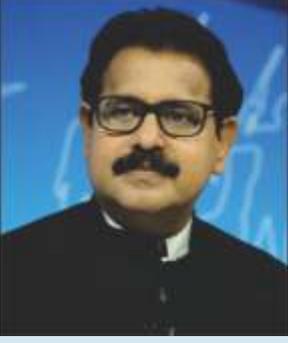
বর্তমানে বিশ্বের ১৬৫টি দেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীগণের প্রেরিত কষ্টার্জিত অর্থ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি বড় অংশ নির্ভর করে অভিবাসন থেকে অর্জিত রেমিট্যান্সের ওপর। ২০১৭ সালে এ রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৩.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। তাই, অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আয়োজিত এ সম্মাননা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ও শ্রম-কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭ সালে বিদেশে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৮ হাজার ১৫০ জন ছাড়িয়ে গেছে। অভিবাসন খাতের উন্নয়ন এবং অভিবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পারস্পারিক সমন্বয়, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও দিক নির্দেশনায় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে অভিবাসীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান এবং তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক সাথে কাজ করছে। প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণে জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান ও অব্যবহিত পূর্বের সরকারের উদ্যোগে ওয়ার্ক পারমিট/ ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, অনলাইন সেবা সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

যাদের কষ্টার্জিত আয়ে এই দেশের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে সেই অভিবাসীদের সম্মাননা প্রদানের মহতী এ উদ্যোগের প্রতি আমি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করছি। পরিশেষে আমি অভিবাসী, তাদের পরিবার এবং তাদের সেবা ও সম্মাননাকারীদের অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ শাহরিয়ার আলম, এম.পি



চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

বাণী

আন্তর্জাতিক অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির খাত। প্রতিবছর অভিবাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এই অভিবাসী ভাই ও বোনেরা এ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের অর্জিত রেমিট্যান্সের একটি বিরাট অংশ আসে অভিবাসীদের পাঠানো আয় থেকে। অভিবাসন খাত নিঃসন্দেহে অভিবাসীরা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম দ্বিতীয় প্রধান উৎস।

অভিবাসনের গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে অভিবাসীদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০১৭ সালে অভিবাসন বিষয়ক একটি সংসদীয় ককাস গঠিত হয়। অভিবাসন খাতে সুশাসন ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিবাসন বিষয়ক সংসদীয় ককাস যথেষ্ট আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেশন মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০১৭ এর মাধ্যমে তৃতীয়বারের মত অভিবাসী ও অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/সংস্থাসমূহকে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সম্মাননা প্রদানের যে উদ্দেশ্যে নিয়ে এ অনুষ্ঠানটি সফলতার সাথে আয়োজন করছে সেজন্য আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আমি মনে করি অভিবাসীদের মূল্যবান ত্যাগ ও অবদানকে স্বীকৃতি জানানোর এই পদক্ষেপ একটি যুগান্তকারী প্রচেষ্টা, যা অভিবাসনের ক্ষেত্রে এসডিজি ২০৩০ এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অভিবাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সংসদীয় ককাস রামরুর পাশে থাকবে। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হবে। রামরুর সঙ্গে দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। এই সংগঠনের সকলের জন্য রইল আমার শুভ কামনা। জন্য রইল আমার পক্ষ থেকে শুভ কামনা।

আমি রামরুর অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলনে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য DFID এবং PROKAS কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মো: ইসরাফিল আলম, এমপি)



বাণী

অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেশন মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ২ দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে। অভিবাসন বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি রামরুর আছে ৬০ এর অধিক মৌলিক গবেষণা। রামরু গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের পাশাপাশি কাজ করে চলেছে। এছাড়াও অভিবাসন সংক্রান্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন, ২০১৩ এর প্রাথমিক খসড়া তৈরির কাজেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। রামরু অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসি সহ মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

বিগত ২০০৯ ও ২০১১ সালে রামরু সফলতার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিবাসী, তাদের পরিবার এবং নিরাপদ অভিবাসনে সাহায্যকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে সোনার মানুষ সম্মাননা প্রদান করে। সে ধারাবাহিকতায় এ বছরও রামরু তৃতীয়বারের মত অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন ২০১৮ আয়োজনের মধ্য দিয়ে যোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে সম্মানিত করতে যাচ্ছে। এই সম্মেলন ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে রামরু সরকার এবং সিভিল সমাজের সামনে অভিবাসন ভিশন ২০৩০ প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব করেছে। এরই অংশ হিসেবে দাবী তুলেছে ২০২০-২০২৯ সালকে অভিবাসনের দশক হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার।

রামরু বিশ্বাস করে যে অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে অভিবাসীদের অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে এবং অভিবাসনে সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে সেবা প্রদানে উৎসাহিত করা হবে। এই স্বীকৃতি ফিরে আসা অভিবাসীদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

আমি রামরু-র অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মিলন আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।

ড. সুমাইয়া খানের
অধ্যাপক, আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
চেয়ার, রামরু



Programme Schedule

25 January 2018, Thursday
Bangabandhu International Conference Centre, Dhaka

09:00	Registration
09:25	Guests take seat
09:30	<p>Inaugural Session</p> <p>Objectives and Rationale of the Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2018 Marina Sultana, Director, Programme, RMMRU</p> <p>Welcome song: Migrants' longing for their left behind Sokhinas Performance by Fakir Alamgir</p>
10:30	<p>Vision 2030 for Migration Dr. Tasneem Siddiqui, Professor, Political Science and Founding Chair, RMMRU, University of Dhaka</p> <p>Panel Discussants</p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Salim Reza, Director General, BMET Mr. Tanvir Mahmud, Head of Programmes, PROKAS, British Council Mr. Md. Munsur Rahman, Professor, IWF, BUET Ms. Shaheen Anam, Executive Director, MJF Dr. Khan Ahmed Sayeed Murshid, Director General, BIDS <p>Address by Guests of Honour</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Shahnaz Karim Director Society and Team Leader, PROKAS Ms. Aislin Baker, Senior Governance Adviser and Governance Team Leader, DFID Bangladesh <p>Address by Chief Guest: Dr. Hossain Zillur Rahman, Former Advisor, Caretaker Government. Bangladesh</p> <p>Address by Chair: Dr. Shamsul Alam, Senior Secretary and Member, Bangladesh Planning Commission</p> <p>Obhibashir Shukh Dukkho: Puthi Paath by Lokbangla</p>
12:15	Inauguration of Photo Exhibition and Visit of Stalls
13:00	Break
13:45	<p>Solidarity Statements by: CSOs and Private sectors</p> <p>Inter University Parliamentary Debate on Migration: organized by Bangladesh Debate Federation</p> <p>Members of the Jury</p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Md. Israfil Alam, MP, Hon'ble Member of Parliament, Government of Bangladesh Ms. Roksana Yasmin Suty, MP, Hon'ble Member of Parliament, Government of Bangladesh Ms. Hosne Ara Lutfi Dalia, Hon'ble Member of Parliament, Government of Bangladesh Dr. Abdun Noor Tushar, Ex-President, BDF
15:00	<p>Concluding Session Moderated by Dr. Tasneem Siddiqui</p> <p>Launching of Mobile App for Online Complaint</p> <p>Dance Performance to Honour the Migrants': Golden Sons and Daughters of Bangladesh</p> <p>Distribution of Awards</p> <p>Address by Special Guest: Mr. Jason Potter, Project Director, PROKAS, British Council</p> <p>Address by Guests of Honour</p> <ul style="list-style-type: none"> Mr. Mohammed Shahriar Alam, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Foreign Affairs Ms. Jane Edmondson, Head, DFID Bangladesh, British High Commission <p>Address by the Chief Guest: Mr. Nurul Islam, BSc, MP, Hon'ble Minister for Expatriates' Welfare and Overseas Employment</p>
16:30	Vote of Thanks by Dr. Shahdeen Malik, Senior Advocate, Bangladesh Supreme Court and Treasurer, RMMRU

Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2018 Aims and Objectives

With four decades of active participation in the global market, international labour migration has become a key social, political and economic discourse in Bangladesh. Migration is not only an avenue of employment for a section of those who join the labour force each year, and a source of foreign exchange for the country, it also contributes immensely for attaining various social and economic development targets of Sustainable Development Goals 2030 (SDGs). The net foreign exchange earnings from migration sector is 3 times more than ready-made garments. The remittances sent by migrants is 12 times more than Foreign Direct Investment and 7 times more than foreign aid. Migrant who therefore are the golden sons and daughters of Bangladesh. It is our responsibility to ensure better services to them, honour them and honour those who ensure the rights of the migrants.

The Government of Bangladesh is deeply committed to good governance of migration. It has framed new law and policy, decentralized some of the functions of migration processes up to district level and provided space to civil society organizations to innovate new methods of extending services including information campaign to local level mediation for ensuring justice to the migrants. Since 1995 the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) has been working in different national and international arenas with the government. It has more than 60 basic researches on migration. Through a sustained campaign and by facilitating the visit of UN Committee Chair on Migrant Workers' Convention to Bangladesh, RMMRU gave the last push to the government to ratify the 1990 UN Convention on Migrant Workers. At the request of the government RMMRU drafted the first Overseas Employment Policy 2006 and upon request from Law Commission it prepared the initial civil society draft law of Migration and Overseas Employment Act 2013. RMMRU is organising the third

Obhibashon o Shonar Manush Shommilon at the "Hall of Fame" of the Bangabandhu International Conference Centre (BICC), Dhaka in 25 January 2018.

Through festivity of the Shommilon, RMMRU aims to connect the aspirant, current as well as returnee migrant workers with all types of organizations that work for migrants' rights and provide services. These include BMET and DEMO officials, local police authorities, public and private bank officials along with Probashi Kallayan Bank, UP and municipal corporations chairman and members, local level lawyers, grass roots migrant protection committees and mediation committees. The aim of this Shommilon is also to bring to the fore the role of invisible dalals in migration and reflect on available policy choices. Although migration flow from Bangladesh (650,000 in 2016) has increased over the last two years, the flow of remittance flow has registered a decline. Along with low oil price and tightening of fiscal policies in the Gulf and other Arab countries or, Brexit in the UK, lack of mechanism to make the dalals accountable are also adversely affecting the income of the migrants and concomitantly reducing the flow of remittance. Time has come to take bold decision in this respect. A dialogue will be held to bring the policy discourse to the public.

In this Shommilon RMMRU highlights the need for adoption of Migration Vision 2030. One of the key features of the Vision is to declare a decade of migration. Through this festival as well RMMRU urges the Chief Guest, Mr. Nurul Islam, BSc, MP, and the Hon'ble Minister for EWOE to convince the Hon'ble Prime Minister to declare 2020-2029 as the decade of migration.

Reflecting our rich cultural heritage, Obhibashon o Shonar Manush Shommilon 2018 will feature popular music, puthi paath, migrants' life in dance performance etc. A dialogue will be held to bring the key policy issue in the public domain.



RMMRU Proposal for Migration Vision 2030

We have gathered here to celebrate the contributions of short term international contract migrants of Bangladesh to their families, communities, national economy and also to their respective destination countries. Since 2009 intermittently RMMRU has been holding Shonar Manush Utshob. In the past through these festivals RMMRU honoured migrants' and their service providers – government organisations, recruiting agencies and banks. The festivals also contributed in achieving some of the long term policy goals of RMMRU and played an important role in shaping the discourse of remittance transfer and utilization. The festivals also in an indirect way helped bring about good governance in migration.

In this year's Shommilon RMMRU proposes framing of Migration Vision 2030. Studies conducted globally have demonstrated that migration will play a significant role in achieving many of the Sustainable Development Goals, 2030. The role of migration in reducing poverty in a large number of countries is well established. Evidences are replete that migration contributes to improved educational opportunities of children as well as health and well being of left behind elderly members of migrant families. Remittances have contributed to enterprise development, particularly facilitating agricultural innovation in different parts of the world.

Despite all these positive outcomes of migration, international migrant workers are the most vulnerable section of the global labour force. In many countries of destination migrants are socially excluded. They experience all forms of discrimination including racism, xenophobia and intolerance. The rights based 1990 UN Convention on the Rights of Migrants and Members of their Families remained largely

ineffective due to the conservative mindset manifested in non-ratification of the Convention by the powerful countries. The UN attempt to frame an international migration regime accommodating the concerns of those states through the Global Compact on Migration in all likelihood would end up with a nicely framed declaration that will not address the most pressing issues and demands posited by the migrant community. The withdrawal of the US is a clear signal in this regard. Under such difficult international circumstances Bangladesh needs to be well prepared if it wishes to participate in the global labour market through ensuring protection of rights and dignity of its nationals.

It is in this context a long-term vision on migration is necessary. The Migration Vision 2030 needs to be target-oriented, time bound and resource rich. In order to achieve this, RMMRU proposes declaration of 2020-2029 as the decade of migration. Such a declaration will help government to take short, mid and long term actions to establish good governance in migration sector and ensure that migration benefits all migrants and no one is pauperized in pursuing their migration dream.

Issues for Consideration for Migration Vision 2030

The overwhelming dominance of informality in the recruitment of workers since early 1970s has to be addressed. In popular perception dalals are demons and source of all misfortunes that migrants face. RMMRU 2017 study supported by Prokas convincingly finds that dalals are obhishoner ashol showdagor (real merchants of migration). They are the only service providers that migrants can access at the grassroots. They provide information on jobs, bring in job

contracts, facilitate receipt of air tickets and act as conduits of financial transactions. They are the ones who help migrants navigate through the complex official migration process by accompanying them to BMET for registration as well as for collection of Smart Cards, face interviews of recruiting agencies, locate stipulated diagnostics centres for medical check-ups, and to airport. In many instances migrants, especially women migrants are dependent on dalals for processing of passports. Dalals enjoy trust of migrants. Contrary to popular belief in most cases dalals are locals and many are involved in the trade for a long period of time. It is for this reason when migrants face problems in destination countries they call upon the dalals for help. Instead of accommodating the role of dalals in the formal system, the government has tried unsuccessfully to abolish the system. Informality of the system provides errant dalals the opportunity to commit fraud and get away with them. Migration Vision 2030 requires innovative thinking. It is in this context RMMRU suggests regularization of dalal system and bringing them under the purview of the Migration and Overseas Employment Act, 2013.

In 2016, 12% of the total migrants were women. In most instances they are the main bread earners of their families. In this era of feminization the right of women to participate in the global labour force has to be respected. At the same time, protecting particularly those who are involved in domestic work from physical and sexual abuse require major involvement of the government in multilateral forums. Along with that, long term planning is required to equip women to access skilled and professional jobs.

Death, servitude and slave like condition of the Bangladeshis who migrated through irregular maritime route of Bay of Bengal is a hard lesson in policy making. It demonstrates that opportunity for movement through regular channel has to be maintained. In the first three months of 2017 identification of Bangladeshis as the largest group who reached Europe crossing

the Mediterranean is also a challenge that requires government of Bangladesh and those of Europe to sit together and work out ways to facilitate regular migration.

In order to access entry into the global labour market there is no alternative to skilling Bangladesh's workforce. This requires long term planning. It should include time bound programmes for implementation of national skills policy, 2011; bringing about changes in the national educational curricula and develop a single stream education system where general and vocational education is combined.

In the past climate change and migration discourses hardly converged. Only recently the Intergovernmental Panel on Climate Change is studying migration in the context of climate change with serious rigour. It is now accepted that migration is multi-causal and climate change is one of the many influencing factors in migration decision making. The climate change discourse is gradually shifting from looking at migration as a threat to one of the many important adaptation tools. In the Bangladesh context, RMMRU and SCMR and DECCMA researches have shown those climate change affected households have adapted better who have at least one short term international migrant in their family. Providing access to international short term migration necessitates taking the DEMO offices, TTCs and banks close to climate change affected hotspots. Again, climate induced migrants should not be seen as problems of urbanization. On the contrary they are the drivers of growth, the policy makers and the city planners need to reorient their mindset and think of decentralisation of growth centres, development of secondary cities and establishment of low cost quick connectivity. Climate change funds and other resources need to be used to ensure rights of new population to inclusive and non-discriminatory access to public services in the cities.

The national development plans including the



Seventh Five Year Plan and upcoming Action Plan for Implementing the SDGs mostly focus on reaping benefit from migration in achieving SDGs. Policy makers need to include measures that target migrants and members of their families to benefit from mainstream development programmes.

The policy considerations suggested above need long term planning, time bound execution, resource mobilization, partnership with civil society and dialogue with the receiving countries. All these lead RMMRU to propose the development of the Migration Vision 2030 and declaration of a migration decade.

রামরু প্রস্তাবনা অভিবাসন ভিশন ২০৩০

আজকে আমরা সমবেত হয়েছি স্বল্পমেয়াদী আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মীদের, তাদের পরিবার, এলাকাবাসী, জাতীয় অর্থনীতি এবং অভিবাসনের দেশে তাদের অবদানকে সন্মান জানাতে। ২০০৯ সাল হতে রামরু বিভিন্ন সময়ে সোনার মানুষ উৎসব আয়োজন করে চলেছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতীতে রামরু অভিবাসী, তাদের পরিবার এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান, রিজুটিং এজেন্সি এবং ব্যাংকসমূহকে সন্মাননা জানিয়েছে। এই উৎসবগুলো রামরুর দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়েছে। রেমিটেন্স আহরণ এবং এর ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এটি অভিবাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠাতেও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে। এবারের এই সম্মেলনে রামরু প্রস্তাব করেছে অভিবাসন ২০১৮ এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে অভিবাসন ভিশন ২০৩০।

বৈশ্বিক পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা এই বিষয়ে একমত হয়েছে যে অভিবাসন এর বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অবাসনের ইতিবাচক ভূমিকা আজ গবেষণা দ্বারা স্বীকৃত। ৭০টি দেশের উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা গেছে, অভিবাসন অভিবাসীদের সন্তানদের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করেছে এবং পরিবারের বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করেছে এবং কৃষিতে আধুনিকায়ণে সহায়তা করেছে।

উন্নয়নে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পরও আইএলও অভিবাসীদের বিশ্বের সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অধিকাংশ অভিবাসনের দেশেই অভিবাসীদের সামাজিক সত্তার স্বীকৃতি নেই, তারা বর্ণভেদ, জাতিগত বিদ্বেষ, সহিংসতা এবং বৈষম্যের শিকার। অভিবাসী ও তাদের পরিবারের অধিকার রক্ষায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে

১৯৯০এর ইউ এন কনভেনশন। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর অনীহা যা প্রকাশ পেয়েছে এর অনুসমর্থনহীনতার মধ্য দিয়ে তা এই কনভেনশনটিকে কার্যকরী হতে দেয় নি। অভিবাসন কম্প্যাক্ট সৃষ্টির মাধ্যমে উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশের স্বার্থ রক্ষা করার যে উদ্যোগ সম্প্রতি জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে তা হয়ত একটি সুন্দর ঘোষণার তৈরি করবে, কিন্তু, এটি অভিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগগুলোর কোন সমাধান দিতে পারবে বলে মনে হয় না। এই আলোচনা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজেকে প্রত্যাহার যেন সেইদিকেই ইঙ্গিত দেয়। এরকম একটি বৈরী আন্তর্জাতিক পরিবেশে বাংলাদেশ যদি তার নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার সম্মুখ রেখে কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ পাঠাতে চায় তবে তাকে অবশ্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিবাসনে একটি দীর্ঘমেয়াদী ভিশন অত্যাবশ্যিক। অভিবাসন ভিশন ২০৩০ কে হতে হবে অতীষ্ট লক্ষ্যকেন্দ্রিক, সময়-নির্দিষ্ট এবং সম্পদপুষ্ট। এই ধরনের একটি ভিশন বাস্তবায়নের জন্য রামরু সর্বপ্রথমে প্রস্তাব করছে ২০২০ -২০২৯ সালকে অভিবাসন দশক বলে ঘোষণা করা হোক। অভিবাসন দশক ঘোষণা সরকারকে সুযোগ করে দেবে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে। এটি অভিবাসনের সুফল সকল অভিবাসীদের জন্য নিশ্চিত করবে। সর্বোপরি অভিবাসন যাতে কাউকে কপর্দকশূন্য না করতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দেবে।

অভিবাসন ভিশন ২০৩০ এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ

অভিবাসনের সূচনালগ্ন হতে কর্মী সংগ্রহে যে অনানুষ্ঠানিকতা বিরাজ করছে, সময় এসেছে তা ঠিক করার। সাধারণভাবে অভিবাসনের ক্ষেত্রে সংঘটিত প্রতারণাগুলোর জন্য দালালদেরকেই দায়ী করা হয়। ২০১৭ সালে প্রকাশ প্রকল্পের সহযোগিতায় করা রামরুর গবেষণা তুলে ধরেছে যে দালালরাই

অভিবাসনের আসল সওদাগর। মাঠপর্যায়ে দালালরাই হচ্ছে একমাত্র শক্তি যার মাধ্যমে অভিবাস ইচ্ছুক পরিবারেরা অভিবাসনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে। অভিবাসনের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরীর চুক্তিপত্র, অর্থের লেনদেন, বিমান টিকেট ইত্যাদি সবই অভিবাসীদের হাতে পৌঁছায় দালালদের মাধ্যমে। অভিবাসনের জটিল প্রক্রিয়া বিদেশগামীরা সম্পন্ন করে দালালদের হাত ধরেই। বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন, স্মার্টকার্ড গ্রহণ, রিক্রুটিং এজেন্সিদের সাথে যোগাযোগ, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তথ্য, এমনকি বিমান বন্দরে গমন সবক্ষেত্রেই পাশে থাকে দালালরা। দালালের উপর মহিলা অভিবাসীদের নির্ভরশীলতা আরোও বেশি। দালালরা স্থানীয় লোক এবং দীর্ঘ সময় ধরে এই ব্যবসায় নিয়োজিত, ফলে অভিবাসী পরিবারেরা এই দালালদেরকেই বিশ্বাস করে। এই কারণেই বিদেশে বিপদে পড়লে অভিবাসীরা দালালদের সাথেই প্রথমে যোগাযোগ করে। দালালদেরকে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ভিতরে না এনে সরকার দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এসেছে। এই আনুষ্ঠানিকতাই মন্দ দালালদের সুযোগ করে দিয়েছে অভিবাসীদের সাথে প্রতারণা করার। এই বাস্তবতার আলোকে রামরু প্রস্তাব করেছে দালালদের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে এবং অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ২০১৩ আইনে এর প্রতিফলন ঘটাতে।

২০১৬ সালে বিদেশগামী অভিবাসীদের ১২ ভাগই ছিলেন নারী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা পরিবারের মূল উপার্জনকারি। ফেমিনাইজেশনের এই যুগে নারীর বিদেশে কর্মের অধিকারকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। একই সঙ্গে বিশেষ করে গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীদের শারিরিক ও যৌন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ফোরামে সরকারকে তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাঁদের দক্ষ এবং পেশাভিত্তিক কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

গমুদ্রপথে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে অভিবাসীরা যেভাবে মৃত্যুবরণ করছেন, বন্দিদশা সয়েছেন এবং দাসশ্রমিকে পরিণত হয়েছেন তা সকল নীতিনির্ধারকের জন্য একটি বড় শিক্ষা। এই অভিজ্ঞতা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বৈধ পথে অভিবাসনের ধারা সবসময় সমুন্নত রাখতে হবে। আইওএম এর তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের প্রথম তিন মাসে ভূমধ্যসাগর পথে যারা ইউরোপ গিয়েছেন তাদের ভিতরে বাংলাদেশীদের সংখ্যা সর্বোচ্চ। ই ইউ ভুক্ত দেশসমূহ এবং বাংলাদেশকে একত্রে খুঁজে বের করতে হবে নিয়মিত অভিবাসনের উপায়।

বৈশ্বিক শ্রম বাজারে নিরাপদ কর্মে নিয়োজিত হতে চাইলে দক্ষতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এজন্যে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি

পরিকল্পনা। বাস্তবায়ন করতে হবে জাতীয় দক্ষতা নীতি ২০১১। জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে আনতে হবে পরিবর্তন। এবং কারিগরি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাকে একত্র করে গড়ে তুলতে হবে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা।

অতীতে অভিবাসন ও জলবায়ু পরিবর্তন এই বিষয় দুটোকে খুব কমই একত্রে নীতি আলোচনায় আনা হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ খুব গুরুত্বের সাথে এ বিষয়ে গবেষণা করেছে। এটি আজ মোটামুটি স্বীকৃত যে অভিবাসন ঘটে বিভিন্ন কারণে, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন তাঁর একটি। অভিবাসনকে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি হিসেবে না দেখে অনেকেই এখন একে দেখছেন অভিযোজনের অনেকগুলো উপায়ের একটি হিসেবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রামরু এস সি এম আর এবং ডেকমা গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, সেইসব পরিবারের অভিযোজন ক্ষমতা অধিক যাদের অন্তত একজন আন্তর্জাতিক অভিবাস রয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ যাতে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত এলাকার লোকেরা পান, সেইজন্য অভিবাসন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন ডেমো, টিটিসি এবং ঋণ প্রাদান কারি ব্যাংকগুলোকে নিয়ে যেতে হবে তাঁদের দ্বার প্রান্তে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের এলাকা হতে আসা অভিবাসীদের কখনই নগরায়নের সমস্যা হিসেবে দেখা উচিত নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তারা হচ্চেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালক। নীতিনির্ধারক ও নগরবিদদের ভাবতে হবে প্রবৃদ্ধির সেন্টার গুলোর বিকেন্দ্রিকরণের কথা, ভাবতে হবে সেকেন্ডারি সিটি এবং দ্রুত ও অল্প খরচের যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার কথা। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সৃষ্ট তহবিলগুলোকে ব্যবহার করতে হবে নতুন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন নাগরিক সেবা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

সপ্তমপঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন নীতি প্রায়শই অভিবাসন কে ব্যবহার করতে চায় তাঁদের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে। নীতিনির্ধারকদের এখন ভাবতে হবে তাঁরা কিভাবে তাঁদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল ভোগে অভিবাসী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের অংশীদার করবেন।

উপরে উপস্থিত নীতি প্রস্তাবনাগুলো গ্রহণ করতে হলে চাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সময় নিদিষ্ট বাস্তবায়ন ধাপ, অর্থায়ন, নাগরিক সমাজের সাথে অংশীদারিত্ব, অভিবাসনের দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং বহুপাক্ষিক ফোরামে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা। এই বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে চিন্তা করেই রামরু প্রস্তাব করেছে অভিবাসন ভিশন ২০৩০ তৈরী করতে এবং ২০২০-২০২৯ কে অভিবাসন দশক হিসেবে ঘোষণা করতে।



Introducing Shonar Manush Shommanona 2018

Shonar Manush Shommanona

Studies have shown that it is the small but frequent remitters who send the bulk of remittances to Bangladesh. They are mostly the semi-skilled and lowly skilled workers who go abroad as short term contract migrant workers. The big remitters are rewarded by the Government of Bangladesh as “Commercially Important Persons” (CIPs). The investment instruments currently available in the market generally serve the big remitters or the long term migrants. By undergoing major hardship many of the lowly skilled and semi-skilled migrants have not only transformed the socio-economic condition of their households, they have also contributed to the community development and created employment for others. These migrants are indeed the people of gold of our country. RMMRU has decided to bestow Shonar Manush Shommanona to them. This year priority has been given to those migrants who remitted through the formal channel and invested a section of their remittances in enterprise development.

Shera Remittance Baboharkari Poribar Shommanona

It is generally perceived that left behind family members of migrant workers misuse a large portion of migrants' hard earned remittances. This is not the whole truth. Many left behind family members have invested a good section of their remittances in various productive ventures. The number of migrant families who invested more than a crore taka is not insignificant. Many have invested in land. However, some of them have established successful business enterprises. In order to encourage enterprise development by the migrant families RMMRU has decided to reward those who have invested in enterprises and created employment for others. RMMRU deeply feels this will encourage other migrant families to invest in different income generating activities.

District Employment and Manpower Offices (DEMO)

Migration has become an important livelihood strategy for the people of Bangladesh. It is in this context the government has created a number of institutions to provide services to migrants. DEMOs are the most important institutions at the local level. In recent times the functions of DEMOs have been decentralized to provide important services such as taking fingerprint, registering online complaint, checking visa, completing registration, issuing Smart card and NOC etc. RMMRU has decided to honour proactive and committed DEMO officials with 'Shonar Manush Sheba Award'.

Technical Training Center (TTC)

Skilled migration reduces exploitation and increases income. The TTCs play an important role in skilling male and female migrants. Along with skills training, TTCs also provide pre-departure briefing to outgoing migrants. These institutions have to operate under human and financial resource constraints. Despite these many committed functionaries of TTCs have imparted innovative trainings that improved the skill level of migrants. RMMRU recognizes their contribution in skills development through awarding the Shonar Manush Sheba award.

Middleman/ Sub-Agent

A large section of fraudulence committed on the migrant workers is due to overwhelming prevalence of informality in the recruitment process. Informality persists because the formal system is incapable of extending meaningful services to the migrants. It is the dalals who provide information on jobs, bring in job contracts, facilitate financial transactions, receipt of air tickets and they are the ones who help migrants navigate through the complex official migration process. So far, successive governments tried to abolish the dalal system. This did not produce the desired outcome. Contrary to popular belief in most cases dalals are locals, they are involved in the trade for a long period of time and earn trust of the migrants. When migrants face problems in destination countries they contact the dalals for help. Recruitment for migration will not be possible unless these services are provided. In order to make the invisible services rendered by the dalals visible and advocate for their regularization this year RMMRU decided to honour them with Shonar Manush Sheba award.

Recruiting Agencies

Recruiting agencies are the most important private sector player in formal recruitment process. In recent years the recruiting agencies have undergone some changes. They have developed their own code of conduct and BAIRA as an institution has joined a regional forum of private recruiting agencies with the aim of promoting ethical recruitment. There is a realization among the recruiting agencies that unless accountability and transparency are established they will lose the market to informal agents or government may take over recruitment function. It is in this context they are trying to develop effective partnership with the government and the civil society to bring order in the sector as well as improve their image. In this effort some of them have been playing a pivotal role. They are presenting the other side of the problem of recruitment and contributing towards filling the gap between the migrant rights organisations and the private sector. RMMRU firmly believes that recruiting agencies can play a greater role in bringing about orderly and safe migration and honours two individuals who have been engaging with civil society over the past decade.

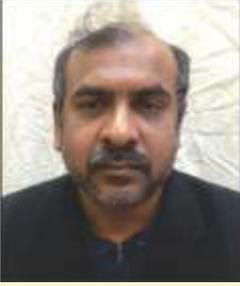
Bureau of Manpower Employment and Training (BMET)

Since 1976 the Bureau Manpower Employment and Training has been working as the line agency first under the Ministry of Labour and subsequently under the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment. The BMET is the regulating authority that provides clearance for recruitment, issue license to the recruiting agencies, administer the TTCs and DEMOs and extend services to the migrant workers under the purview of Migration and Overseas Employment Act of 2013. A major governance challenge in migration area was that most of the services for migration were based at BMET in Dhaka, whereas migrants principally originated from different parts of the country. Over the last couple of years the BMET has undertaken path-breaking decision to decentralize many of its functions that include registration, finger printing and issuance of Smart cards. This has significantly reduced hardships that migrants of the concerned areas used to face earlier. As appreciation to this effort RMMRU honours the BMET as an institution and its leadership with Shonar Manush Bishesh Sheba Shommanona.



যারা সোনার মানুষ সম্মাননা পেলেন Recipients of Shonar Manush Award

সোনার মানুষ মোঃ এমদাদুল হক



পাইকড়া ইউনিয়নের ছাতিহাটি গ্রামের মা-বাবাসহ ৫ ভাই ও ৩ বোনের অভাবী পরিবারের সন্তান ছিলেন এমদাদুল হক। সংসারের অভাব মোচনের আশায় ১৯৯২ সালে সৌদি আরব গিয়ে ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনে কাজ শুরু করেন। ট্রেনিং নিয়ে গিয়েছিলেন বলে ওভারটাইম সহ মাসে ভালো বেতন পেতেন যা দিয়ে ভাইয়ের মাধ্যমে ৫টি হস্তচালিত তাঁত শুরু করেন। ১১ বছর বিদেশে থেকে দেশে এসে তাঁত কারখানার জন্য জম্য ক্রয় করেন ১৫০ শতাংশ জমি এবং ৫০টি ইঞ্জিনচালিত তাঁত করেন। বর্তমানে ৫৫ টি পাওয়ার লুম, ৫৬টি হস্ততাঁত, রঙ কারখানা, সুতার কারখানা, ববিন তৈরির কারখানা নিয়ে একটি বড় তাঁত শিল্প তৈরি করেছেন। প্রতিদিন কয়েকশত কাপড় তৈরি করে ছাতিহাটি বাজারে দোকান করে পাইকারি কাপড় বিক্রি করেন। গর্বের সাথে তিনি বলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় বাজারে আমার তৈরি কাপড় পাইকারি ও খুচরা বিক্রি হয়”। তার এই শিল্প কারখানায় পুরুষ মহিলা

মিলে ৩০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আনন্দের সাথে বলেন “আমার মত সেই ক্ষুদ্র শ্রমিক এত মানুষের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি”। ছাতিহাটি বাজারে একটি মার্কেট করে ভাড়া দিয়েছেন এবং ইরি ধানের আবাদ করছেন। নিজের অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি বোনদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করার জন্য টাকা খরচ করে ভগ্নিপতি ও ভাগিনাকে বিদেশে পাঠিয়েছেন। এমদাদুল হক একজন সফল অভিবাসীর অন্যান্য উদাহরণ। তিনি বাংলাদেশের একজন সোনার মানুষ।

The Golden Son, Md. Emdadul Haque

Emdadul Haque a resident of Chatihati, Paikora Union is responsible to take care of his entire family including parents and five other siblings. To support his family financially he migrated to Saudi Arabia in 1992 and started working in a water pumping station. As he took training before migration, from the very beginning he received decent salary including overtime. After residing abroad for 11 years he returned to Bangladesh and bought 1.5 acre of land and 50 engine driven machine for handloom business. At present he has 55 powerlooms, 56 handlooms, paint factory, yarn factory and bobbin factory. He produces large volumes of cloth and sell those in the local markets. He proudly states that his cloths used to be bought by various big markets on wholesale and retail basis. Currently he employs about 300 workers in his factory. He stated 'I feel proud that a tiny worker like me has managed to run such business creating employment opportunities for others'. Apart from this business he has rented out a shop in Chatihati market and has also cultivate irri rice bought by him. He not only focused on his own prosperity but also helped his sisters financially by sending his brother in law abroad. Emdadul Haque is a perfect example of Shonar Manush. He is a golden son of Bangladesh.



সোনার মানুষ আলহাজ্ব মোঃ শাহজাহান



কেরানীগঞ্জ উপজেলার মধ্যবিভূ পরিবারের সন্তান ছিলেন আলহাজ্ব শাহজাহান। তার দুই সন্তানের ভরণপোষণ চালানো তার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ায় নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বাবার ৬ শতাংশ জমি বিক্রয় করে ১৯৭৯ সালে সৌদি আরব যান। সেখানে তিনি সীমাহীন কষ্ট করে ফাইভ স্টার হোটেলে কাজ করে কিছু টাকা জমা করতেন আর বাকিটা দেশে পাঠিয়ে দিতেন। কিছুদিনের মধ্যে সৌদি কাফিলের সাথে সম্পর্ক ভালো হওয়াতে তার সাহায্যে একটি গার্মেন্টসের শো রুম করেন যা পর্যায়ক্রমে ৩টি হয়। দেশে ফিরে বড় ছেলেকে সিঙ্গাপুর পাঠান এবং রহিতপুর বাজারে ২৫ জন শ্রমিক নিয়ে একটি মিনি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশে শো-রুম রেখে দেশে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। সনাকান্দা শিল্প এলাকায় ২টি ৬ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং গড়ে তোলেন। বর্তমান তাঁর কারখানায় ১৫০০ থেকে ১৭০০ শ্রমিক কর্মরত আছেন। সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে ২০০ জন ছাত্রের জন্য একটি এতিম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় তিনি ৫তলা বিশিষ্ট ৪টি ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। নারায়ণগঞ্জে ২টি সুতার কারখানা আছে। তার ১টি মাছের পুকুর ও কৃষি জমি আছে। তার তিন ছেলে ও ১ মেয়ে বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করেন। সফল অভিবাসী হিসেবে তিনি শুধু নিজের উন্নয়ন-ই করেননি বরং সমাজের উন্নয়নেও কাজ করছেন। তিনি বাংলাদেশের একজন সোনার মানুষ।

The Golden Son, Alhajj Md. Shahjahan

Alhajj Shahjahan was a child of a middle-class family of Keraniganj Upazila. Having struggled to support his two children, he went to Saudi Arabia in 1979 by selling his father's 6 decimal of land to change his fortune. There he worked hard at a Five Star Hotel and he saved small amounts of his income and sent the rest to the country. Within a few days, due to the good relations with the Saudi Kafila, he was able to set up a showroom of a garments, which gradually became three. After returning home, he established a mini garment factory with 25 workers in Rahithpur Bazar. He still retains the showrooms abroad and plans to set up a garments industry. He has established two 6-storied buildings in 8.5 acres of land in Sonakonda industrial area. Currently, 1500 to 1700 workers are working in his garments factory. As social responsibility, he has established a madrasa of 200 orphan students. In Dhaka, he has 5-storied 4 flat houses. He further owns two cotton factories in Narayanganj, a fish pond and some agricultural lands. His three sons and one daughter took care of father's business. As a successful migrant, he has not only done his own development but also worked for the development of society. He is a golden son of Bangladesh.





যিনি সেরা রেমিটেন্স ব্যবহারকারী পরিবার সম্মাননা পেলেন

Recipients of Shonar Manush Award (Best Remittance User Family)

সোনার মানুষ সন্মাননা পরিবার

ফিরোজা খানমের স্বামী মোঃ রফিকুল ইসলাম ১৭ বছর ধরে কুয়েত থাকেন। তার কষ্টার্জিত পাঠানো টাকা দিয়ে সে সংসার পরিচালনা করে ছেলে মেয়েকে শহরে ভাল স্কুলে লেখাপড়া করিয়ে প্রতিমাসে সকল খরচ বাদে কিছু কিছু সঞ্চয় করে প্রতি বছর উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করেছে। কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য ৩ একর জমি ক্রয়, কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য ১টি স্যালো মেশিন, যেখানে ৩-৪ জন লোক কাজ করে, ১ একর জায়গার মধ্যে পুকুর খনন করে মৎস চাষ করছে যেখানে ২ জন লোক কাজ করে। ২ জন লোক রেখে একটি খামার করেছে যেখানে ১৫০০ মুরগি ও ১০টি টার্কি। এছাড়াও তাঁর ২টি গাভী আছে। সখিপুর শহরে ২টি বাড়ি করেছে যার ১টি ভাড়া দিয়েছে এবং নিজে একটি বাড়িতে থাকে। ২ ভাইকে ৯ লাখ টাকা খরচ করে সৌদি পাঠিয়েছে ও দেবরকে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা দিয়ে মালয়েশিয়া পাঠিয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন বেশ ভালো। তাঁর স্বামীর পাঠানো টাকা থেকে সে ব্যাংকে সঞ্চয় করে।

Best Remittance User Family

Feroza Khanam's husband Md. Rafiqul Islam lives in Kuwait for the last 17 years. Through his hard earned money, she not only manages her family educating their children in a good school but also investing in the different productive sectors every year. She purchased 3 acres of land for the production of agricultural crops, 1 shallow machine for irrigating her land, where 3-4 people work, has an acre of pond where she farms fish engaging two people. She employed another two persons to look after the poultry farm of 1500 chicken and 10 turkey. She also has two cows. In the town of Sakhipur, she built two houses of which one is rented out and she uses the other one for living. She sent 2 of her brothers to Saudi Arabia spending Taka 9 lakh and Malaysia Tk 2.40 lakh. Their economic position has marked a major increase. She makes contribution to her savings account from the money sent by her husband.



যারা সোনার মানুষ সেবা সম্মাননা পেলেন Recipient of Shonar Manush Sheba Award

Amena Parvin

Assistant Director, DEMO, Rangpur



DEMO, Rangpur is a good example of teamwork to provide services to beneficiaries. In order to promote safe migration and to increase socio-economic development of the society it has organized seven Briefing Sessions in the year 2017. To create awareness it has published three advertisements and telecast five interviews related to overseas employment. Most importantly in coordination of Rangpur, Nilphamari, Kurigram and Lalmonirhaat Technical Training centers (TTCs) Rangpur DEMO has provided information to the female migrants about the do's and don'ts of migration, welfare services, procedure of filing complaint etc. to the aspirant migrants. It also scrupulously adhered to the rules before providing compensation to the family members of the deceased migrants. For her contribution Ms. Amena

Parvin of Rangpur DEMO has been awarded with Shonar Manush Sheba Award.

Mr. Rahinure Islam

Assistant Director, DEMO, Jessore



Mr. Rahinure Islam, is working as Assistant Director of DEMO Jessore Office. He has helped registering 36,585 aspirant migrant workers online in the year 2017. In addition to bringing back bodies of deceased migrants Mr. Islam has made arrangements for 61 family members of the deceased migrant workers to get a total of Taka 1,79,30,000 as compensation and helped 11 migrant workers injured at work, to secure compensation of Taka 52,77,122. Under his able leadership DEMO Jessore has been successfully modernised and since his joining there has not been a single complaint against the DEMO. The Shonar Manush Sheba Shommanona Award has been bestowed upon Mr. Rehinure Islam for his contribution towards

the development of migration sector in Jessore for introducing technology based solutions to problems.

Md. Nazrul Islam

Principal, BKTTC, Chittagong



Md. Nazrul Islam is the Principal of Bangladesh-Korea Technical Training Center (BKTTC), Chittagong and since his joining he has been able to bring many positive changes in the way the TTC operates. He has commenced 35 trade/occupation related training in his TTC. He has also started a system of pre-departure training and since 2015 to 2017 approximately 131,375 workers has been benefited by this service. Under his management the BKTTC Chittagong offers a wide range of technical and professional programmes for school leavers, TVET trainer, technicians and those seeking new career paths. For his innovative steps towards providing potential training and contribution in his sector Md. Nazrul Islam has been awarded with Shonar Manush Sheba Award as a representative of BKTTC, Chittagong.



যারা সোনার মানুষ সেবা সম্মাননা পেলেন

Md. Neaus Sharif

Senior Instructor, TTC, Jessore



Md. Neaus Sharif is working as the senior instructor at TTC Jessore. He has taken many innovative steps in order to elevate the service in the migration sector. One of which is an awareness photo gallery for the migrant workers established by him. He is also taking steps in order to institute a resource centre and a training facility for using the modern technology used in developed countries. There are nationally recognized and accredited courses in his TTC as well. The courses are designed to cater the needs of industries. Students have access to modern computer lab to facilitate their learning outcomes. For his modern and innovative approach towards the migration sector, RMMRU is awarding Mr. Md. Neaus Sharif with the Shonar Manush Sheba Award.

নিখিল চন্দ্র পাল

সাব-এজেন্ট



নিখিল চন্দ্র পাল টাঙ্গাইল জেলার অধিবাসী। বিগত ৩৬ বছর যাবত বিদেশে লোক পাঠানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাকে এই ব্যবসার গুরু বলে মানা হয় কারণ তিনি এই ব্যবসায় সবচেয়ে পুরাতন এবং অভিজ্ঞ। এই পর্যন্ত তার মাধ্যমে আনুমানিক ৬০০০০ এর মত লোক অভিবাসন করেছে। তিনি টাঙ্গাইল জেলায় তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এই কাজের মাধ্যমে এলাকার বেকার যুবকদের বিদেশে যেতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেছেন “আমার পাঠানো অভিবাসীরা ৯৯% ই ভালো আছেন”। এলাকার অধিকাংশ মানুষ তাঁর এই দাবিকে সত্য বলে মনে করে। দীর্ঘদিন যাবত অভিবাসন ক্ষেত্রে তার অবদানসমূহের স্বীকৃতি জানানোর জন্য রামরু তাকে ‘সোনার মানুষ সেবা পুরস্কার’ প্রদান করে তাকে সন্মানিত করবে।

Nikhil Chandra Pal lives in Tangail. Over the last 36 years he has been engaged in sending people abroad. He is considered as an expert or 'Guru' of this business as he is the oldest and the most experienced in this sector. He claims that so far he sent about 60,000 people. He has a good reputation in Tangail district. Through this business he encouraged the local unemployed youth to go abroad. He claims '99% of people who have migrated abroad through me are doing good. The local people largely validate his claim. For his contributions to the field of migration, RMMRU will honour him with 'Shonar Manush Sheba Award'.

Recipient of Shonar Manush Sheba Award

ছানোয়ার হোসেন সাব-এজেন্ট



ছানোয়ার হোসেন প্রায় ১৯ বছর ধরে বিদেশে লোক পাঠাচ্ছেন। এই যাবত তিনি ৩০০০০ এর মত লোকের অভিবাসনে সহায়তা করেছেন। তার জীবিকা শুধু এই ব্যবসার উপরই নির্ভরশীল নয়, এর পাশাপাশি তিনি প্রিন্টিং প্রেস এর ব্যবসাও করেন। এই ব্যবসা শুরু করার আগে তিনি দুবছর সৌদি আরব ছিলেন। তিনি সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যসহ মালায়েশিয়াতে অভিবাসীদের প্রেরণ করেন। ছানোয়ার হোসেনের মাধ্যমে যারা অভিবাসন করেছেন, তাদের অনেকেই বর্তমানে সফল ও উন্নত জীবন যাপন করছে। রামরু বিশ্বাস করে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'সোনার মানুষ সেবা পুরস্কার' প্রদান করা প্রয়োজন।

Sanowar Hossain has been sending people abroad for the last 19 years. He claims that so far he has helped 30,000 people to migrate to abroad. His livelihood is not dependent on this business only he has his own printing press. At an early stage of life he spent 2 years in Saudi Arabia. He generally sent people to middle-eastern countries and Malaysia. Many of those who migrated through Sanwar Hossain are now living a successful and better life. RMMRU believes that his contribution in migration sector is undeniable and this year he is a deserving candidate for the 'Shonar Manush Sheba Award'.

রাজেদা আখতার সাব-এজেন্ট



টাঙ্গাইল জেলার রাজেদা আখতার বিদেশে লোক পাঠানোর ক্ষেত্রে খুব পুরানো নয়। তিনি ২০১৩ সাল থেকে বিদেশ লোক পাঠাচ্ছেন। তবে লক্ষনীয় বিষয় হল- তার মাধ্যমে এই পর্যন্ত ৭০-৮০ জন মহিলা কর্মী অভিবাসন করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকে ভাল অবস্থায় আছেন। রামরু তাঁর পাঠানো কয়েকজনের বাড়ি ভিজিট করে তাঁর দাবীর সত্যতা পেয়েছে। এই ব্যবসার পাশাপাশি তিনি গার্মেন্টস এর ব্যবসাও করেন। এছাড়া গ্রামের বাজারে অনেকগুলো দোকান ভাড়া দিয়েছেন। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় তার অবদান বিবেচনা করে রামরু তাকে 'সোনার মানুষ সেবা পুরস্কার' দ্বারা সন্মানিত করবে।

Rajeda Akhter from Tangail district is sending people abroad but for not too long. She has been involved in this business since 2013. However, her significant point is that almost she has facilitated migration of 70-80 female workers and each of them are doing well in the countries of destination. By making home visits to some of her clients RMMRU is satisfied on the veracity of her claim. Along this business, she is also engaged in garments business. Also, she owns commercial building in her village. Considering her contribution in the field of migration, RMMRU will honour her with 'Shonar Manush Sheba Award'.



যারা সোনার মানুষ সেবা সম্মাননা পেলেন

Nac International

Managing Partner: Mr. Ali Haider Chowdhury



Nac International has been a part of the human resource sector since 1985. Since its inception has always been concerned for the wellbeing of migrant workers. Ethical trade practice should be the core objective of this industry. With this vision in mind, this agency strived to contribute to this industry. Mr. Ali Haider Chowdhury was elected as the Secretary General of BAIRA four consecutive times and during his 8 year tenure, was blessed with the privilege of being able to interact with various government bodies and members of both national and international civil society members regarding ethical trade practices. He was also granted the honor of being elected as the senior vice president of BAIRA. Till this day, this agency tries and ensures ethical trade practices while managing the overall business.

Sadia International

Proprietor: Mr. Shameem Ahmed Chowdhury Noman



The mission behind the establishment of this company, which is- apart from ensuring earnings for existence and continuing efforts at developing the potentials of the less fortunate, looking out for suitable employment opportunities for them.

For training according to individual aptitude and fitness, this agency has arrangement for vocational training at various centers across the country almost free of any fees. It ensures that they are not dislocated from their places till suitable jobs are arranged for them. Moreover people from different trades and professions register names with this agency to avail future opportunities to work in wider fields.

This is a recruiting house with a difference, which has given a special respectability in the minds of the people.

সোনার মানুষ বিশেষ সেবা সন্মাননা পেলেন

Recipient of Shonar Manush Bishesh Sheba Award

Bureau of Manpower Employment and Training

Since 1976 the Bureau Manpower Employment and Training has been working as the line agency first under the Ministry of Labour and subsequently under the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment. The BMET is the regulating authority that provides clearance for recruitment, issue license to the recruiting agencies, administer the TTCs and DEMOs and extend services to the migrant workers under the purview of Migration and Overseas Employment Act of 2013. A major governance challenge in migration area was that most of the services for migration were based at BMET in Dhaka, whereas migrants principally originated from different parts of the country. Over the last couple of years the BMET has undertaken path-breaking decision to decentralize many of its functions that include registration, finger printing and issuance of Smart cards. This has significantly reduced hardships that migrants of the concerned areas used to face earlier. As appreciation to this effort RMMRU honours the BMET as an institution and its leadership with Shonar Manush Bishesh Sheba Shommanona.





Participants of the Shommilon 2018

Centre for Climate Change and Environmental Research (C3ER)

Since its inception, BRAC University has conducted a series of cross-sectoral research on climate change and disaster management in direct collaboration with BRAC. To coordinate and manage these different activities, the Syndicate and the Board of Trustees of BRAC University have accorded for establishment of a research center titled “Centre for Climate Change and Environmental Research (C3ER)”. The Centre establishes a synergy between BRAC University and BRAC in the field of climate change and other environmental issues.

The centre also maintains partnerships with other national and international organizations as appropriate. Resources and expertise available in the departments, schools and institutes of the university have been mobilized in the field pertinent to adaptation and mitigation. Special attention is given to research in the area of adverse impact of climate change on health, food security, poverty and livelihood, displacement and migration, loss and damage assessment, renewable energy, negotiation process, technology transfer, education and awareness, etc. In addition to this, C3ER arranged a number of trainings and public lectures on climate change and disaster management in association with other departments of BRAC University.

The C3ER focus on-

- Physical science of climate change
- Local level climate change scenario for Bangladesh
- Sea level rise and storm surge modeling
- Bio-physical modeling for assessing the impact of climate change
- Integrated adaptation and mitigation planning
- Economics of adaptation to climate change and investment
- Comprehensive disaster management
- Bio-technological research
- Community based adaptation and awareness raising
- Education curricula development
- Gender and climate induced migration
- Natural resource management of ecologically critical areas
- Water supply and sanitation, pollution control
- Environmental governance
- Conservations of endangered flora and fauna
- Policy formulation

For details please browse: www.bracu.ac.bd

Participants of the Shommilon 2018

Campaign for Sustainable Rural livelihoods (CSRL)

Campaign for Sustainable Rural Livelihoods (CSRL) is an alliance of more than 200 local-national-international development and civil society organizations formed in September 2007. CSRL aims to ensure sustainable rural livelihoods in Bangladesh by influencing on issues around agriculture, climate change and economy related issues and concerns at grassroots-national-global levels.

Goal: Food security, employment generation, and inclusive economic growth secured by reducing rural poverty & vulnerability caused by socioeconomic & physical factors.

CSRL has three specific goals: On agriculture: Interests of small and marginal producers are promoted in agricultural policies.

On economy: Interests of rural communities are promoted in trade and economic policies.

On climate change: People vulnerable to climate change are protected in climate policies.

Climate change objective 1: To advocate for higher mitigation ambition with immediate peaking at sliding scale.

Climate change objective 2: To claim just, transparent and accountable supports including finance for vulnerable people.

Climate change objective 3: To advocate for preferential treatment to climate forced displaced people.

Approach: CSRL follows three main approaches to achieve its goal, change goals and objectives:

Networking: Develop and lead network involving local, national and international development and civil society organizations

Capacity Enhancement: Enhance learning and capacity to change through interactive partnership

Advocacy: Exemplify grassroots evidence at national and international levels to influence policy-practice-behavior.

For details please browse: csrlbd.org



Participants of the Shommilon 2018

Institute of Informatics and Development (IID)

Vision: Institute of Informatics and Development (IID) is a public-policy think-tank that promotes innovation in research, communication and participation to ensure evidence-based and participatory public policy. IID is registered as a non-profit organization under Section 28 of the Company Act of 1994 in Bangladesh, (Incorporation no. TO-840/13). A pluralistic and inclusive knowledge society.

Values: Pluralism, freedom of expression, right to information and universal human rights.

Mission:

- To inquire for evidence on public preferences, policies and practices.
- To inform the public and policymakers by making evidence understandable
- To include the informed public in the policy making process

Areas of Work: Analysis of education budget and education policies, assessment of basic competencies of students and evaluation of education programs. Analysis of macroeconomic trends, including national budget analysis; analysis of economic and development policies. Promotion of people's participation in policy discourse through online and offline platforms; evaluation of government actions, election research, etc. Analysis of health, to understand and do policy advocacy on these issues. Awareness building on RTI, evaluation of ICT4D projects, identification of data gap, conducting research on ICT and RTI related law and policy etc.

IID's Areas of Intervention: Policy Research including policy analysis, feasibility study, program evaluation and impact assessment. Action Research for improving and refining policy, project or action plan. Survey using GPS-enabled tabs and online portal for authentic, geospatial and error-free data. Brief Reports such as Policy Briefs, One Pagers, Campaign Toolkits to keep it succinct. Visual Communication with infographics and data visualization to present information quickly and clearly. Media Campaign on social and development issues through print, electronic and new media. Policy Engagement unique and engaging events like through policy Bangladesh, policy forums. e-Participation through online media, e-roundtables and e-workshops for wider public active participation. Capacity Building of communities and organizations on research communication and policy advocacy.

For details please browse: <http://iidbd.org/>

Participants of the Shommilon 2018

Bangladeshi Ovbashi Mohila Sramik Association (BOMSA)

Bangladeshi Ovbashi Mohila Sramik Association (BOMSA) aims to unite and protect the welfare of female migrants to Bangladesh. Founded and operated by returned women migrant workers, has been working with internal and external women migrants since 1998 to ensure the protection of migrants' rights. At that time it was the only voice for female migrants in Bangladesh. BOMSA has been registered with Department of Women's Affairs Government of Bangladesh DWA Registration No. Jesbikka/Dhaka/250, NGO Bureau Reg. No. 1920. BOMSA is operational in eleven districts. Our work continues to shape the lives of many women, who battle against the odds in foreign countries by offering both pre and post departure support and training. BOMSA's programs are designed for migrant women. Advocacy and networking are major areas where BOMSA has successfully established its strong presence at local, national and international level to protect migrant's rights.

Geographical Coverage: Currently BOMSA works in Dhaka, Narail, Gazipur, Chittagong, and Jessore, Benapole, Manik ganj, Faridpur, Shylet Districts and aims to expand its work to cover the whole country.

Mission: To give a voice to the women's migrant community and ensure them and their families are aware of their rights.

Vision: Ensure safe migration for women migrants and establish them as valued members of Bangladeshi society.

Objectives

Empower: Working to improve the situation of migrant women in Bangladesh.

Awareness Raising: Raising awareness about safe migration, migrants' rights and health risks associated with the migration process, particularly HIV/AIDS through Pre-Decision Meeting, Pre-Departure Training, Orientation Meeting, and Rapport Building & Sensitization Meeting with different stakeholders.

Capacity Development: Skills building ensure employment in Bangladesh and abroad.

Support: Creating a network among migrants to build solidarity and strength.

For details please browse: www.bomsa.net



Participants of the Shommilon 2018

International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD)

The International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD) is a research and training centre based at the Independent University, Bangladesh (IUB) in Dhaka and working on climate change and development issues, both in Bangladesh and globally. ICCCAD was established in 2009.

ICCCAD's mission is to gain and distribute knowledge on Climate Change and specifically adaptation and thereby help people to adapt to Climate Change with a focus on the global South. ICCCAD's activities focus on:

- i) building capacity and training future and current leaders on Climate Change and Development
- ii) conducting research to generate peer reviewed publications, with a focus on Climate Change Adaptation
- iii) building and leading a network of partners. Through the expertise of ICCCAD and its local partners, international organisations are being collectively exposed to relevant and grounded knowledge that are shared and transmitted around the world.

ICCCAD's capacity building activities include the Master's program in Climate Change and Development at IUB, short courses, workshops and training on various climate change related topics. ICCCAD also is involved in network building and knowledge dissemination. ICCCAD became the country host of the Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) in Bangladesh in 2015. ICCCAD's current areas of research include but are not limited to urban climate change resilience, Loss and Damage, adaptation technology, livelihood resilience, climate change governance, climate change and migration, energy and climate finance.

ICCCAD works closely with policy and decision makers in the ministries and agencies responsible for water, land, fisheries, agriculture and environment to provide information to support the development of policy to better integrate climate change concerns. ICCCAD is already recognized as a global centre of excellence on climate change research and capacity building and has been collaborating closely with other global institutions.

For details please browse: www.icccad.net

Participants of the Shommilon 2018

WARBE

WARBE DF (The Welfare Association for the Rights of Bangladeshi Emigrants Development Foundation) is a non-profit Community Based Organization (CBO) working in the field of migration and development in Bangladesh since 1997. WARBE DF is the brainchild of returnee migrant workers, committed to carrying out programs for the development and betterment of the migrant community. WARBE Development Foundation has undertaken many development activities at the grassroots level as well as the national and international level for the well-being and the enhancement of migrant workers and their families; to empower and enable them to contribute to the socio-economic development of their country at the micro and macro level and to play a stronger and effective role in the political arena. WARBE Development Foundation achieved a Special Consultative Status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC) on July 2015.

Goal: To protect and promote the rights of migrants and ensure rights-based migration for socio-economic development of Bangladesh.

Objectives:

- To ensure protection of the Rights of all migrants and member of their families irrespective of their status and gender.
- To promote safe, gender sensitised and rights-based approach of migration.
- To highlight the sustainable development potential of Labour Migration at the micro to macro level.
- To empower & mobilize migrants and member of their families and build-up a strong platform for advocacy and sustainable community development.

For details please browse: warbe.org



Participants of the Shommilon 2018

YPSA (Young Power in Social Action)

YPSA (Young Power in Social Action), is a voluntary non-political and social development organization and registered with the different departments of the people's republic of Bangladesh. YPSA is contributing In National goals for making a difference in the lives of people in Bangladesh. YPSA established in 1985 being inspired by the spirit of international Youth Year declared by UN. YPSA works in close co-operation with government, non-Government, INGO and UN Agencies. YPSA, a fleet of professional staff and volunteers specialization in the five thematic areas like Health, Education, Human Rights and good Governance, Economic Empowerment, Environment, climate Change and Disaster Management. YPSA has special consultative status with the UN Economic and social Council (UN-ECOSOC) since 2013.

YPSA's direct program interventions reach in Greater Chittagong Division (including Chittagong Hill Tracts) and Dhaka District as well as Narayangonj. Besides, YPSA is doing Country-wide and regional campaigning through its advocacy initiatives and joint program with grassroots NGOs and CBOs. YPSA is committed towards the empowerment of poor and vulnerable population. Currently YPSA is working with a total of 9 million (estimated) disadvantaged and vulnerable people.

Vision: YPSA envisions a society without poverty where everyone's basic needs and rights are ensured

Mission: YPSA exists to participate with the poor and vulnerable population with all commitments to bring about their own and society's sustainable development.

Core Values:

- Patriotism and commitment to national interest, sovereignty and national pride
- Justice, transparency and accountability
- Mutual respects and gender friendliness
- Quality and excellence
- Humility and confidence
- Respect for diversity
- Support for environment and ecology

For details please Browse: www.ypsa.org

The Organiser



Refugee and Migratory Movements Research Unit

The Refugee and Migratory Movements Research Unit of the University of Dhaka was founded in 1995 by a few university teachers who returned to Bangladesh after finishing their higher studies. Their aim was to promote good governance in migration by helping the policy makers through producing quality research by involving faculty and students.

Research and Policy Reform

Since its inception it has produced more than 40 primary researches on various aspects of migration, both voluntary and forced. In 1999 it conducted the seminal research on “Transcending Boundaries: Female Labour Migration from Bangladesh”, which for the first time presented unskilled Bangladeshi women as principal international migrants to the public cognizance. This research was published simultaneously from Dhaka and Geneva. More importantly, the sustained advocacy that followed resulted in lifting the restriction on migration of unskilled and semi-skilled women workers.

In 2001 the then government took an initiative to streamline the labour recruitment process. By this time RMMRU had established itself as a credible institution for research on migration and was requested to draft the Government's strategy document by taking into account the interests of various stakeholders. This document later resulted in development of online registration and clearance system for outgoing migrant workers of the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET). Over successive years RMMRU continued with its goal of institutionalising the labour recruitment process by doing research and policy dialogue on the need for a code of conduct of recruiting agencies, reducing the cost of migration and formalizing the role of intermediaries.

In 2003 ILO, Geneva published another ground breaking research of RMMRU on “Migrant Workers' Remittance and Micro Finance Institutions in Bangladesh”. Following relentless policy engagement by RMMRU and other stakeholders, the central bank of Bangladesh now allows the remittance houses and banks to use the extensive branch networks of Micro Finance Institutions as the last leg in the remittance transfer chain.

In 2004 RMMRU conducted research on “Institutionalising Diaspora Linkages” and followed it up in 2006 with research on “The Role of Dual/Multiple Citizenship in Encouraging Diaspora Investment in the Home Country”. To date, the 2004 research is the most cited work and source of data on the Bangladeshi Diaspora. Research on “Decent Work and Migration”, again published by ILO, Geneva is globally the pioneering research that applied the decent work framework of analysis in labour migration.

These achievements notwithstanding, the feather in RMMRU's cap is its preparation of the draft of the “Overseas Employment Policy” of the Government of Bangladesh (GoB). In 2006 GoB enacted the Overseas Employment Policy. RMMRU had the honour of drafting the policy, incorporating the perspectives of different stakeholders.

RMMRU's engagement at the International and Regional Level

The relevance of RMMRU has not been restricted to the Bangladeshi context. RMMRU plays an important intellectual role in the area of migration on an international level. In all events initiated by the United Nations Global Forum on Migration and Development, RMMRU has had the honour of preparing the



background papers.

RMMRU is providing leadership in South Asia through steering South Asia Migration Resource Network (SMAReN). It offers fellowship on migration, organises residential training workshops and conducts regional collaborative research. It has been largely successful in achieving its policy goal to reduce anti-migrant psyche among young professionals and academics of South Asian countries.

Field-based Programmes

RMMRU has engaged itself in field level action in order to ensure that the policy changes which took place in the area of migration governance had real, tangible benefits for the migrants. Currently in partnership with seven NGOs, RMMRU is working in four migrants-intensive districts of Bangladesh (Dhaka, Tangail, Chittagong and Comilla) to make processing of migration and transfer of remittances safe by forming Migrants Rights Protection Committees at the grass-roots. RMMRU has pioneered Migrants Rights Protection Committees at the union level to inform migrant workers about the available services offered by the public and private sectors.

RMMRU has trained more than 800 local level public and private bank officials on better management of remittances and developed a video training kit for bankers. Holding of Upazilla level remittance fairs is an important innovation of RMMRU in promoting good governance in remittance transfer and utilisation. Through festivity of fairs, RMMRU has been successful in connecting the migrant workers, their families, bank officials, DEMO officers of Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) and Migrants' Rights Protection Committees with each other. Such connectivity among users and service providers are absolutely essential for encouraging flow of remittances through formal channels and for their productive use.

Media Campaigns

It is also running nationwide two thematic media campaigns on migration. One is for informing migrants about procedures of regular migration and the other is to encourage remittance transfer through formal channel and ensure their productive utilisation.

Conclusion

Over the last 17 years the small Research Unit worked persistently and has been largely successful in bringing migration into the mainstream policy agenda of Bangladesh. In recognition to its contribution, RMMRU has been awarded with the 'Migration Sector Development Award 2008' by the NRB-Human Capital Development and Opportunities Conference 2009. RMMRU will continue with its focused work of increasing the developmental outcome of migration and reducing the harmful affects of the same.





Mediation is important in enhancing access to justice at the local level

A grievance management system has been developed by RMMRU to conduct mediation between affected migrants and sub-agents (dalals) at the local level. It formed three tiers of mediation structure to help migrants recoup money from those who cheated them while processing migration. It is a peaceful settlement and protects the rights of plaintiff as well as defended.

RMMRU is offering scholarship in the following trade courses:

- Total Tk 12,84, 000 have been backed by middleman through mediation support
- Total 37 Cases filed from affected migrants since its inception on April 2017
- 20 cases has been settled through RMMC from two working areas upto 15 January 2018
- 7 Online Complain case has been received by RMMC







PROKAS
Promoting Knowledge
for Accountable Systems



Refugee and Migratory Movements Research Unit
Satter Bhaban (4th Floor), 179, Shahid Syed Nazrul Islam Sarani
Bijoy Nagar, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 880-2-9360338
E-mail: info@rmmru.org, Website: www.rmmru.org